যুগান্তর

তারিখ ... 6 AUG 2017 ...
পৃষ্ঠা ...১৭... কলাম ...৬...

একই সময়ে স্নাতকের দুই সনদ

শ্রীমঙ্গলে শিক্ষকের বিরুদ্ধে পদচ্যুত ব্যক্তির ঘুষের অভিযোগ

শ্রীমঙ্গল প্রতিনিধি

শ্রীমঙ্গল মোহাজেরাবাদ উচ্চবিদ্যালয়ে সহকারী লাইব্রেরিয়ান পদ থেকে পদচ্যুত হয়ে প্রধান শিক্ষকের বিরুদ্ধে ঘুষের অভিযোগ তুলেছেন ওই লাইব্রেরিয়ান। এদিকে শিক্ষকের বিরুদ্ধে মিথ্যা অভিযোগ দায়ের করায় ক্ষুব্ধ হয়ে উঠেছেন বিদ্যালয়ের ম্যানেজিং কমিটি, ছাত্রছাত্রী ও এলাকাবাসী। জানা যায়, অবৈধ ঘোষিত দারুল ইহসান বিশ্ববিদ্যালয়ের সনদের কারণে মোহাজেরাবাদ উচ্চবিদ্যালয়ের সহকারী লাইব্রেরিয়ান সরওয়ার হোসেন সম্প্রতি চাকরিচ্যুত হন। এরই পরিপ্রেক্ষিতে তার বাবা আবদুল হান্নান মৌলভীবাজার জেলা প্রশাসক বরাবরে একটি অভিযোগ করেন। অভিযোগে তিনি দাবি করেন, নিয়োগ ও এমপিওভুক্তির জন্য তিন ধাপে সাড়ে ৩ লাখ টাকা প্রদান করেছেন।

অনুসন্ধানে জানা যায়, সরওয়ার হোসেন ২০১০ সালে শ্রীমঙ্গল সরকারি কলেজ থেকে ৩য় বিভাগে স্নাতক পাস করেন। তবে চাকরির জন্য ৩য় বিভাগ গ্রহণযোগ্য না হওয়ায় তিনি একই সময়ে চাকরির জন্য অবৈধ ঘোষিত দারুল ইহসান বিশ্ববিদ্যালয়ের স্নাতক সম্মানের আরও একটি সনদ নিয়ে আবেদন করে চাকরিপ্রাপ্ত হন। হাইকোর্টের নির্দেশে ২০০৬ সালের পর থেকে দারুল ইহসান বিশ্ববিদ্যালয়ের এই সনদ অবৈধ ঘোষিত হলে তাকে বিদ্যালয় থেকে অব্যাহতি দেয়া হয়। এদিকে তিনি একই সঙ্গে জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় ও দারুল ইহসান বিশ্ববিদ্যালয়ের থেকে যথাক্রমে স্নাতক পাস ও স্নাতক সম্মান পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করে সনদপত্র গ্রহণ নিয়েও প্রশ্ন উঠেছে।

বিদ্যালয় ব্যবস্থাপনা কমিটির সভাপতি সেলিম আহমেদ জানান, হাইকোর্ট বিতর্কিত দারুল ইহসান বিশ্ববিদ্যালয়ের ২০০৬ সালের পর থেকে সব সনদ বাতিল করে। এ বিষয়ে হাইকোর্টে আপিল থাকায় আমরা ২০১৭ সালের ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত তাকে স্বপদে বহাল রাখি। কিন্তু আপিল খারিজ হয়ে যাওয়ায় আমরা বিদ্যালয় থেকে অব্যাহতি দেই।

এদিকে বিদ্যালয় থেকে অব্যাহতিপ্রাপ্ত সহকারী লাইব্রেরিয়ান সরওয়ার হোসেনের বাবা আবদুল হান্নান বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষকের বিরুদ্ধে নিয়োগের জন্য সাড়ে তিন লাখ টাকা ঘুষ দিয়েছেন বলে জানান। বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক কামরুল হাসান বলেন, আমার বিরুদ্ধে ঘুষ লেনদেনের মিথ্যা অভিযোগ উত্থাপন করা হচ্ছে। এদিকে অব্যাহতিপ্রাপ্ত সহকারী লাইব্রেরিয়ান মো. সরওয়ার হোসেন বলেন, বিদ্যালয়ে তাকে আরও ছয় মাসের সময় দেয়ার জন্য। ঘুষের টাকা তিনি দেননি বিষয়টি তার পিতা জানেন। সেশনজটের কারণে শ্রীমঙ্গল সরকারি কলেজের ২০১০ সালের পরীক্ষা ২০১২ সালে হয়। এই সময়টা আমি দারুল ইহসান বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়াশোনা করি।

ব্যানবেইস
পরিচালকের কার্যালয়
প্রাপ্তি নং.....
তারিখ.....

চীফ, পরিসংখ্যান বিভাগ	
চীফ, ডি.এল.পি বিভাগ	
সিস্টেম এনালিষ্ট	
সিস্টেম ম্যানেজার	
প্রোগ্রামিক কর্মকর্তা	
পি.এ.	

কার্যার্থে/জ্ঞাতার্থে
স্বাক্ষর